আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০১৪

নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ১৮ নীচে বিয়ে নয়

আইন করে বাল্যবিয়ের স্বীকৃতি বন্ধ হোক

১. ভূমিকা

১৫ অক্টোবর বিশ্বের প্রায় সব দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস এক নয়। প্রতি বছর ৮ মার্চ পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস, যেখানে নারীর সার্বিক অধিকার ও উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে গ্রামীণ নারীদের অধিকারের বিষয়টি সংশিষ্ট সবার সামনে তুলে ধরার প্রয়াস হিসেবে পালিত হয় এই আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। সুতরাং আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস একটি আরেকটির পরিপূরক, বিরোধাত্মক নয়।

২. আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের ইতিহাস

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৪র্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে জেনেভাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Women's World Summit Foundation (WWSF) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসটি পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে এটি পালিত হচ্ছে। ২০০৭ সালে এসে এই দিবসটি এক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। জাতিসংঘ ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার প্রতি স্বীকৃতি স্বরূপ সাধারণ পরিষদ তার রেজুলেশন নম্বর ৬২/১৩৬-এর মাধ্যমে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর পরের বছর, ২০০৮ থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই দিবসটি পালন করে আসছে।

৩. বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

- ২০১৩: কীটনাশকের বিপদ এবং গ্রামীণ নারী।
- ২০১২: জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজনে আপনার অবস্থান তুলে ধরুন।
- ২০১১: ভূমি ও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার।
- ২০১০: জলবায়ু অভিযোজনে মা ও মেয়ে শিশুর শিক্ষা অগ্রাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হোন।
- ২০০৯: স্বাস্থ্য অধিকার ও সুস্থভাবে বাঁচার জন্য সোচ্চার হোন।
- ২০০৮: খাদ্য নিরাপত্তাকে বিবেচনা করতে হবে খাদ্য ও সার্বভৌমত্বের আলোকে

৪. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। জাতীয় উদ্‌যাপন কমিটি'র ব্যানারে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে তারা আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন করে থাকেন। ২০০৭ সাল থেকে এর আয়োজনে ব্যাপকতা আসে এবং সেই বছর থেকেই নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ নারীদেরকে (নারী মুক্তিযোদ্ধা, দাবি আদায়কারী, ধাত্রী মাতা, রত্নগর্ভা, বীজ সংরক্ষণকারী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ইত্যাদি) তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান শুরু হয়। গত বছর ৬০ জেলায় এবং ১১ উপজেলায় আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়েছে। এবছরও দেশের ৬০টি জেলাতেই এই দিবসটি পালন করা হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় এই দিবসটি পালনে সচেষ্ট রয়েছে এ সংক্রান্ত জেলা কমিটি। জাতীয় পর্যায়েও দিবসটি পালন করা হচ্ছে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে ইক্যুইটিবিডি'র সহায়তায় গঠিত জাতীয় কমিটি।

৫. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন -২০১৪ এবং কিশোরীর স্বাস্থ্যঝুঁকি

গত বছরের ন্যায় এবছরও গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হচ্ছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। সাধারণভাবে আন্তর্জাতিভাবে যে প্রতিপাদ্য নির্ধরণ করা হয়, বাংলাদেশেও তারই আলোকে একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু (২০১৩ এবং ২০১৪) গত দুই ধরে দেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধরণ করছে উদ্‌যাপন কমিটি। এরই প্রেক্ষিতে এ বছর প্রতিপাদ্য করা হয়েছে 'নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ১৮ নীচে বিয়ে নয়, আইন করে বাল্যবিয়ের স্বীকৃতি বন্ধ হোক'।
দিবসটি উদ্‌যাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি বেশ কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে এই বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছেন।

প্রসঙ্গত: গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ মন্ত্রীসভা বৈঠকে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৪' নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হয়; যেখানে বর্তমানে ১৮ বছরের কম বয়সী নারী এবং ২১ বছরের কম বয়সী পুরুষকে নাবালক ধরা হলেও বিয়ের জন্য নির্ধারিত বয়স কমানো যায় কি না তা পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিসভা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে অনুশাসন দিয়েছে। এই প্রস্তাবের বিপরীতে সরকারের যুক্তি এই যে, আমাদের দেশে বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বেশির ভাগ মেয়ের বিয়ে হয়। জলবায়ুগত কারণে এদেশের নারীরা ১৮ বছরের আগেই বিয়ের উপযুক্ত হয়। এ কারণে আইনে নারীদের বিয়ের বয়স কমানোর বিধান রাখা যায় কি না তা খতিয়ে দেখা হবে। এছাড়া এই আইন অনুযায়ি, বাল্যবিবাহের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ সাজা হবে

দুই বছর, জরিমানা হবে ৫০ হাজার টাকা। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা এ সাজা দেবেন। তবে বিয়ে বাতিলের বিষয় থাকলে তা করবেন পারিবারিক আদালত। অপরাধী নারী হলে শুধু আর্থিক দণ্ড হবে, কারাভোগ করতে হবে না।

বর্তমান বাল্যবিবাহ আইনটি ১৯২৯ সালে প্রণীত যেখানে বাল্যবিবাহের অপরাধের জন্য এক হাজার টাকা জরিমানা ও সর্বোচ্চ তিন মাসের সাজার বিধান রয়েছে। খসড়া আইনে বাল্যবিবাহের সঙ্গে জড়িত তিন শ্রেণির ব্যক্তিকে শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে। শিশু বিবাহকারী, বাল্যবিবাহ যিনি বা যারা পরিচালনা করবেন তিনি বা তারা এবং বাল্যবিবাহের সঙ্গে জড়িত মা-বাবা বা অভিভাবককেও এই শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে। বাল্যবিবাহের বয়স প্রমাণের পদ্ধতির বিষয়ে খসড়া আইনে বলা হয়েছে, জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ও এসএসসির সনদের মাধ্যমে বয়স প্রমাণ করতে হবে।

এদিকে বিয়ের বিদ্যমান বয়স ১৮ থেকে কমিয়ে ১৬ করার চিন্তাভাবনায় নারী, শিশু ও মানবাধিকার নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ অব্যাহত রেখেছেন। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, সারা বিশ্বে বাল্যবিবাহের হার কম দেখিয়ে বাহবা পাওয়ার চিন্তা-ভাবনা থেকেই সরকার এমনটা ভাবছে। অন্যদিকে বয়স কমানোর সপক্ষে যুক্তি দিয়ে খোদ মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি বলেন "বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিশুর বয়স ১৮, তার পরও অভিভাবকের অনুমতিতে ১৬ বছরের মেয়ের বিয়ের বিধান করা আছে। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় মেয়েদের মাসিক তাড়াতাড়ি হয়। গ্রামে-গঞ্জে ১৮ বছরের মেয়েকে শিশু হিসেবে মানতে চায় না অনেকে। পড়াশোনাসহ বিভিন্ন কারণে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে চলাফেরা বেড়েছে। ফলে বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কের মধ্যে সন্তানের জন্ম হলে তার বৈধতা দেওয়াও কঠিন।" (২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪; দৈনিক প্রথম আলো)

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৯৯১ সালে দেশে প্রজননক্ষম নারীর সংখ্যা ছিল ২০দশমিক ৮ শতাংশ, ২০০৭ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ। একদিকে দেশে মোট প্রজনন হার কমে আসছে, অন্যদিকে প্রজননক্ষম নারীর সংখ্যা বাড়ছে। ১৬ বছর বয়সী নারী সামাজিক বাস্তবতায় পড়ে সে যে ২০ বছরের আগে সন্তান নেবে না, একথা বলার উপায় নেই। কেননা, বংশরক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক চাপে সেই কিশোরীকে সন্তান নিতে হবে। যা পরবর্তীতে তা দেশের জনসংখ্যার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। এছাড়া সরকারের ২০১১ সালের সর্বশেষ বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ (বিডিএইচএস) বলছে, ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ৬৬ শতাংশ কিশোরীর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ১৯ বছরের মধ্যে প্রতি তিনজনের একজন কিশোরী গর্ভধারণ করছে বা সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। এই বাস্তবতায় বয়স কমিয়ে ১৬ তে বৈধতা দেওয়া হলে পরিস্থিতি আরো কতটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে তা সহজেই অনুমেয়। দেশের অর্থনীতিও এই প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে না একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

আমাদের দেশের নারীরা বিশেষকরে গর্ভবতী নারীরা এমনিতেই সন্তান জন্মদানকালে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকে। বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের অসচেতনতা এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার অভাব তাদেরকে প্রতিনিয়ত আরো বিপর্যস্ত করে রাখে। তার ওপর আইন করে বিয়ের বৈধতা দেওয়া প্রকারান্তরে কিশোরী নারীদের কম বয়সে সন্তান জন্মদানে বাধ্যই করবে শুধু। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর কথা অনুযায়ি যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সন্তানের বৈধতা প্রদান- তাহলে তার জন্য স্বাস্থ্যঝুঁকি কার বাড়ছে? কে আরো বেশি করে মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে??

উল্লেখ্য, জাতীয় শিশু অধিকার সপ্তাহ পালনের প্রাক্কালে গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সচিবদের সই করা এক চিঠিতে বলা হয়েছে, "বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বাল্যবিবাহ সংঘটিত হচ্ছে। বাল্যবিবাহের ফলে গর্ভপাত, শিশুমৃত্যু, অপুষ্টি ও শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যক্তিগত ও মানসিক বিকাশকেও বাধাগ্রস্ত করে।" এই বক্তব্যের পর আমাদের নতুন করে বেশি কিছু বলার নেই। কারণ সরকার নিজেই বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন।

৬. আন্তর্জাতিক আইনের সাথেও সাংঘর্ষিক:

বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও), শিশু অধিকার সনদসহ বিভিন্ন সনদ অনুসমর্থন করে ১৮ বছরের কম বয়সীদের শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। তাই সরকারের এধরনের চিন্তাধারা আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এছাড়া দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন আইনের সঙ্গেও বিষয়টি সাংঘর্ষিক হবে।

উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে জাতিসংঘ শিশু তহবিল-ইউনিসেফ ও যুক্তরাজ্য সরকারের যৌথ আয়োজনে ২১ থেকে ২৩ জুলাই লন্ডনে অনুষ্ঠিত গার্ল সামিটে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১সালের মধ্যে ১৫ বছর বয়সের আগে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার লক্ষ্যমাত্রার কথা জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই অঙ্গিকারের পর এই ধরনের আইনের উদ্যোগ কোনভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৭. উপসংহার:

১৯২৯ সালের বিদ্যমান আইন অনুযায়ি, ছেলেদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ২১ থেকে ১৮ এবং মেয়েদেও ১৮ থেকে ১৬ করা যায় কিনা, তা পর্যালোচনা করার জন্য আইন মন্ত্রণালসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশ (অনুশাসন) দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ এখনও পর্যালোচনা পর্যায়ে রয়েছে খসড়াটি। এই প্রেক্ষিতে আমাদের দাবি বিদ্যমান আইন অনুযায়ি বয়স যেন অপরিবর্তনীয় থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূলে কিংবা সন্তানের বৈধতা প্রদানের নামে কিশোরীদের স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলে সারা বিশ্বের কাছে বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে দেখিয়ে আদৌ কি বাল্যবিবাহ রোধ করা যাবে? তার চাইতে বাল্যবিবাহ রোধে আরো কঠিন-কঠোর শাস্তির বিধান রেখে আইন করুন এবং তার যথাযথ প্রয়োগে সোচ্চার হন। গ্রামে - শহরে বেশি বেশি সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করুন।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন জেলা কমিটিসমূহ

খুলনা বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	বাগেরহাট	সভাপতি	উদয়ন বাংলাদেশ	শেখ আসাদ	০১৭১৪-০৮৩৬৭০
		সম্পাদক	প্রথম সকাল	সেলিমা বেগম	০১৭১৬০১২০১৪
২.	সাতক্ষীরা	সভাপতি	চুপড়িয়া মহিলা সমিতি	মরিয়ম মান্নান	০১৭১২১১৫৬৭২
		সম্পাদক	মৌমাছি	সুশান্ত মল্লিক	০১৭১৪৯৪৯৫৯৩
৩.	যশোর	সভাপতি	দিশ্তি মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংগঠন	বেগম আফরোজ	০১৭১২৭৬৮১২৮
		সম্পাদক	নারী অধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা	ডা: সাফিয়া খানম	০১৭১৬১৩১৭২০
৪.	মাগুরা	সভাপতি	স্বপ্নীল মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা	আছমা আলতাফ	০১৭২৯৯১৭৩৬৯
		সম্পাদক	স্বপ্নীল	আ: হালিম	০১৭১২২৩৫১০১
৫.	নড়াইল	সভাপতি	নিত্যজোট	রওশন আরা কবির লিলি	০১৭১২৯৩১৫২৪
		সম্পাদক	স্বাবলম্বী	কাজী হাফিজুর রহমান	০১৭১৬১০৬১০৫
৬.	চুয়াডাঙ্গা	সভাপতি	সমাজ কর্মী	শহিদুল হক বিশ্বাস	০১৭১৭-৭৪৮৪০৪
		সম্পাদক	পল্লী উন্নয়ন সংস্থা	মে: ইলিয়াছ হোসেন	০১৭১১-২৮০৪৫৯
৭.	ঝিনাইদহ	সভাপতি	অধ্যক্ষ	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা	০১৭১১-১৫২৯৭৭
		সম্পাদক	র‍্যাক	এটিএম শহিদুল ইসলাম বাবু	০১৭৩০০৫০৩৩৯
৮.	কুষ্টিয়া	সভাপতি	নিকুশিমাজ সমাজ কল্যান প্রতিষ্ঠান	সালমা সুলতানা	০১৭১১৯৫১২১২
		সম্পাদক	শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ	এস নজরুল ইসলাম	০১৭১১৪০৮৬৩৯
৯.	খুলনা	সভাপতি	মাসেস	শামীমা সুলতানা শীলু	০১৭১৫১০৬৮৯০
		সম্পাদক	জুনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, রুপান্তর	মোরশেদা খাতুন দিলারা	০১৭৩৮২২৬৬৮১
১০.	মেহেরপুর	সভাপতি	ভিটাপাড়া নারী কল্যান সমিতি	আসমা বেগম	০১১৯১৩০৮৫৬৭
		সম্পাদক	সাহেবনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা	আবুল কাশেম	০১৭১৪৯০৭৫৩৫
১১.	শ্যামনগর উপজেলা	সভাপতি	গনচেতনা ফাউন্ডেশন	শিবু প্রসাদ বৈদ্য	০১৭১৫৫৯৫২৮৯
		সম্পাদক	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	শিল্পী রাণী মৃধা	০১৭২৭-২৭১৮০৭

রাজশাহী বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	রাজশাহী	সভাপতি	সূর্য্যকনা হাইস্কুল (শিক্ষিকা)	আঞ্জুমানা আরা শোভা	০১৭১২১১৮৫৮৯
		সম্পাদক	জাতীয় তরুণ সংঘ	আনোয়ার হোসেন	০১৮১৮২৩৪৫৪৬
২.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সভাপতি	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	গৌরী চন্দ সিতু	০১৭১০৯৬৭৩৪৫
		সম্পাদক	চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা	জাফরুল আলম	০১৭১৫৪৮৩৮৬৬
৩.	নাটোর	সভাপতি	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	দিলারা বেগম পারুল	০১৮২১৯৫২৭৩৩
		সম্পাদক	আলো	শামীমা লাইজু নীলা	০১৭১১৩৮৪২৯
৪.	পাবনা	সভাপতি	সূচনা সমাজকল্যাণ সংস্থা	পূর্নিমা ইসলাম	০১৭১১-১৪২৮৭৬
		সম্পাদক	পাবনা প্রগতি সংস্থা	আ: সালাম	০১৭১১-৮৮৩৮৯৪
৫.	সিরাজগঞ্জ	সভাপতি	অন লাইন সংবাদিক ফোরাম	হেলাল আহমেদ	০১৭১৩-১৮১৫০৮
		সম্পাদক	প্রোগ্রাম ফর উইমেন ডেভলাবমেন্ট	হোসনে আরা জলি	০১৭১৬৬০০৭২৮
৬.	জয়পুরহাট	সভাপতি	দু:স্থ মানবতার সেবা সংস্থা	অপূর্ব সরকার	০১৭১১০৫৬৯৫৭
		সম্পাদক	এইচ পি ডি ও	মাহাবুবা বেগম	০১৭১২২৮১৯৮১
৭.	নওগাঁ	সভাপতি	সভাপতি, নওগাঁ প্রেসক্লাব	মো: কায়েস উদ্দীন	০১৭১৮৯৭১৮৩৫
		সম্পাদক	জন নীড় ছায়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	নাজমা আখতার লিপি	০১৭২৬৫৮৫৭৭৭

রংপুর বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	দিনাজপুর	সভাপতি	এসসিডিএফ	সেলিনা আকতার	০১৭১২৬৯৯৬২৭
		সম্পাদক	এসপিপি	আসিফ ইকবাল	০১৭১১৮৪৯৪৯৪
২.	রংপুর	সভাপতি	পাস	কে এম আলী সম্রাট	০১৭১২২২৫৮৫২

		সম্পাদক	মনস্বীতা	শরীফা বেগম	০১৭৩২৫৪৯৫০৮
৩.	গাইবান্দা	সভাপতি	উদ্যেগ	জিল্লুর রহমান খন্দকার	০১৭১৩৩৯৮৯০০
		সম্পাদক	অবলম্বন ফাউন্ডেশন	মো: আতাউর রহমান	০১৭১৬৫৫৮২৯০
৪.	নীলফামারী	সভাপতি	নীলাঞ্চল দু:স্থ মহিলা সমিতি	এল এন রোকেয়া	০১৭৪৫৫৪৭০৩৯
		সম্পাদক	সেবা	দীপেন্দ্র সরকার	০১৭১৬৮০০৫৮৬
৫.	লালমনিরহাট	সভাপতি	মানসিকা	এ কে এম শামছুল হক	০১৭১৮৬৪০৯৪৫
		সম্পাদক	নজীর	মো: নুরুল হক সরকার	০১৭১৫৫৭২৩৭১
৬.	ঠাকুরগাঁও	সভাপতি	আকস	মোছা:রাবেয়া বেগম	০১৮১৮৪৫৩০৭৫
		সম্পাদক	সামাজিক কল্যাণ সংস্থা	আম্বিয়াতুন জান্নাত	০১৭১৬৭৪৯৭২৬
৭.	কুড়িগ্রাম	সভাপতি	সলিডারিটি	এস এম হারুন উর রশীদ লাল	০১৭১৫১৬৯৪৬৯
		সম্পাদক	এএফএডি	সাইদা ইয়াসমিন রূপা	০১৭১৯৬৯১৪০৯
৮.	পঞ্চগড়	সভাপতি	বিকাশ বাংলাদেশ	আলাউদ্দীন প্রধান	০১৭৩০০১৭২০০
		সম্পাদক	পরস্পর	আফরোজা বেগম লাকি	০১৭১৬৫০৮৩১২

বরিশাল বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
৯.	পটুয়াখালী	সভাপতি	সামাজিক আন্দেলন নেত্রী	জাহানারা হারুন	০১১৯৮০৭১০৮৫
		সম্পাদক	শাপলা ফুল সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি	নার্গিস আরা বায়েজিদ	০১৭১১৪৪৬৭৬২
১০.	ঝালকাঠি	সভাপতি	আকাস	এ্যাডঃজিয়াউর রহমান চৌঃ	০১৭১১২৮৬৩৪৯
		সম্পাদক	ভাইস চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা	ডালিয়া নাসরিন	০১৮১৬৩২১৮১৮
১১.	বরিশাল	সভাপতি	সেভ দা চিলড্রেন	নাসরিন নাহার	০১৭১১২২৪২০৮
		সম্পাদক	চন্দ্রদ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা	জাহানারা বেগম স্বপ্না	০১৭১২০০১০৮৮
১২.	বরগুনা	সভাপতি	ভিলেজ লাইভলিহুট কমিটি	নাসিমা বেগম	০১৭৫২৯০৪১৮৬
		সম্পাদক	সাউথ এশিয়ান পার্টানারশীপ	কাজী কিবরীয়া	০১৭১২৭৩৯১৯১
১৩.	ভোলা	সভাপতি	সভানেত্রী জনসংগঠন	মাসুমা বেগম	০১৭২৫৯২৬৪৬৯
		সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	রাশিদা বেগম	০১৭১৩৩২৮৮০২
১৪.	বরগুনা আমতলী	সভাপতি	ভিলেজ হেলথ কমিটি	মেহেরুননেছা	০১৭৬২৪৪৬২৩৭
		সম্পাদক	কোডেক	মোস্তাফিজুর রহমান	০১৭৩৩০৭১০৮৭
১৫	পটুয়াখালী দশমিনা	সভাপতি	সংগ্রাম	মিহিতা বেগম	
		সম্পাদক	স্পীড ট্রাস্ট	জাহিদুর জামান	০১৭৫৭৬৮৬২৭২
১৬	মেহেদী গঞ্জ	সভাপতি	গণ উন্নয়ণ প্রচেষ্টা	আনিসুর রহমান	০১৭৫৮১৭২৬৭৬
		সম্পাদক	ভিলেজ লাইভলী হুট কমিটি	আঞ্জুরা বেগম	০১৭৪০৮৪০১৩৯

ঢাকা বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	মানিকগঞ্জ	সভাপতি	জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	লক্ষি চ্যাটার্জি	০১৭১১৯৪৩৮৪৯
		সম্পাদক	প্রেসক্লাব, মানিকগঞ্জ সেক্রেটারী	জাহাঙ্গীর আলম মাসুদ	০১৭১২৭২৬৩৬২
২.	নরসিংদী	সভাপতি	এমডিএস	মোসা: ফাহিমা খানম	০১৭১৬৭৫৪২১৮
		সম্পাদক	ম্যাবস	মো: আলী হোসেন	০১৭৩১১৯৮০১৩
৩.	ফরিদপুর	সভাপতি	সমাজ সেবক	আসিফ ইকবাল	০১৭১১৮৪৯৪৯৪
		সম্পাদক	কেপিকেএস	সালমা বেগম	০১৭২১২৬২৯৯৮
৪.	জামালপুর	সভাপতি	এস এ ইউ এ	মো: সহিদুল ইসলাম বাদল	০১৮১৮২৩৬৮৬৬
		সম্পাদক	ডিএসএ ইউ এ	মো: মাসুদুর রহমান শোভন	০১৭১৮২৩৬৮৬৬
৫.	কিশোরগঞ্জ	সভাপতি	রুবি ডেভলাবমেন্ট অর্গানাইজেশন	রুবিনা আকতার রুবি	০১৭৪৭১৭৬৯১২
		সম্পাদক	ওয়েপ	মো: মিজানুর রহমান রিপন	০১৭১৫৪১২৯৯৯
৬.	শরিয়তপুর	সভাপতি	ডিইউএমএস	আব্দুল অজিজ মোল্লা	০১৭৪১০২১৮৫৩
		সম্পাদক	এসডিও	মাহবুবুর রহমান	০১৭১২২৩৫১০১
৭.	গাজীপুর	সভাপতি	বাদুয়ারচর শতদল সমাজ কল্যান সংস্থা	নাহিদ সুলতানা	০১৭৫২২৮৪০৩৩
		সম্পাদক	প্রেস ক্লাব-কালীগঞ্জ	ইব্রাহিম খান	০১৭১৬-৩৫০৪২০

৮.	ঢাকা	সভাপতি	আর সি এসভি	সরমিন ইসলাম ডেইজী	০১৭১১৩৮৩৬৫৫
		সম্পাদক	প্রদীপ	শাহাদাত ইসলাম চৌধুরী	০১৭১১১৫৯৯০৬
৯.	টাঙ্গাইল	সভাপতি	আরপিডিও	রওশন আরা লিলি	০১৭১২-২২৯৭০৪
		সম্পাদক	এ এম কে এস	নাজমা বেগম	০১৯৩৬৮৬১৮৪৪
১০.	সাভার-ঢাকা	সভাপতি	ইমু	ঝুমা রানী বিশ্বাস	০১৭১৮৮২১৮০৮
		সম্পাদক	এসো	জসিম উদ্দিন চৌধুরী	০১৭৩২-২৬৮৯১২
১১.	মুন্সিগঞ্জ	সভাপতি	উত্তর মহাকালী মহিলা সমিতি	রোকেয়া বেগম	০১৭১২৫০৯১০২
		সম্পাদক	মধ্যম মহাকালী মহিলা সমিতি	হমিদা বেগম	০১৭২৪২৪৬২৭৫
১২.	নারায়নগঞ্জ	সভাপতি	নারী কল্যান সংস্থা	রহিমা আক্তার লিজা	০১৯৭৭৩৮৪০৫
		সম্পাদক	সোহা	নজরুল ইসলাম ঢালী	০১৭১২৭৯৭২৪৯
১৩.	মাদারীপুর	সভাপতি	সমতা নারী উন্নয়ন প্রচেষ্টা	নার্গিস সরোয়ার	০১৭৩১১৩৭০৫৭
		সম্পাদক	ভাইস চেয়ারম্যান	হোমায়ারা লতিফ পান্না	০১৭১১১৬৯৭৪৭
১৪.	ময়মনসিংহ	সভাপতি	নিরাপদ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন	ইবনুল সাইদ রানা	০১৮১৯৮১৯৭ ৯৯
		সম্পাদক	এসেড	শেখ মো: ইউসুফ	০১৭১১৩৩৫৪৭৭
১৫.	নেত্রকোনা	সভাপতি	ইভেন্টফুল বাংলাদেশ	মো: রোকনুজ্জামান	০১৭১৪৩৩৯৬৭৬
		সম্পাদক	সৌরভ ওয়েলফেয়ার	আশুতুষ হাজং	০১৯৬৫৭৯১৬২৯
১৬.	রাজবাড়ী	সভাপতি	এন কে এস	অসীম কুমার পাল	০১৭১২-২০৩৮২৬
		সম্পাদক	ধুনচি মহিলা উন্নয়ন সমিতি	এস এম শফিকুল ইসলাম	০১৮২৪৪৯৫৮৩২
১৭	গোপালগঞ্জ	সভাপতি	ওয়াই ডবি- উ এম সি এ	নিহার মধু	০১৭১৬-৮৩৫২০৭
		সম্পাদক	হালিমা মেমোরিয়াল একাডেমী	মো: মাহাবুবুর রহমান	০১১৯০৫৩৮৯৫৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	নোয়াখালী	সভাপতি	গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট	রাহা নব কুমার	০১৭১১-৪০৮২২৬
		সম্পাদক	প্রান	নুরুল ইসলাম মাসুদ	০১৯১৯-২৩১৭২২
২.	চাঁদপুর	সভাপতি	সমাজ সেবক	শ্রী রনজিত চন্দ্র রায়	০১১৯১০৯৩৫৭৬
		সম্পাদক	আরডিসিএস	সাদেক শফি উল্লাহ	০১৭১২৬৫৪৬০১
৩.	ফেনী	সভাপতি	ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য	ডেইজী আহমেদ	০১৯২১৩৬৯১৮৮
		সম্পাদক	গ্রামীণ প্রগাতি সংস্থা	আজাদ চৌধুরী	০১৮১৯৯৪৫৯৪৮
৪.	কুমিল্লা	সভাপতি	উপ: ভাইস চেয়ারম্যান-চৌদ্দগ্রাম	জনাব রাশেদা আক্তার	০১৭১২০৫৪৯৬৬
		সম্পাদক	দর্পণ	মাহাবুব মোর্শেদ	০১৭১৫৭০৭১২৪
৫.	বি-বাড়ীয়া	সভাপতি	সমাজসেবক	নন্দিতা গুহ	০১৭২৬-০৪০৮৮১
		সম্পাদক	ব্রীজ	দেলুয়ার হোসেন	০১৬৭১৮১২৮২৪
৬.	কক্সবাজার	সভাপতি	সমাজসেবক	মোস্তফা কামাল পাশা	০১৮১১-৬৮২০৭৫
		সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	মগবুল আহমেদ	০১৭১৩-৩২৮৮২৮
৭.	খাগড়াছড়ি	সভাপতি	খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি	শেফালীকা ত্রিপুরা	০১৭৩১৩১৮৩৬৮
		সম্পাদক	জাবারাং কল্যাণ সমিতি	মথুরা ত্রিপুরা	০১৫৫২৩৫৬৪৫৬
৮.	লক্ষ্মীপুর	সভাপতি	প্রয়াস	সাবিনা ইয়াছমিন	০১৭৩৪-৫৩৩৩৫৭
		সম্পাদক	উসাপ	মো: সেলিম	০১৮১২০৭৩০৬০
৯.	চট্রগ্রাম	সভাপতি	প্রত্যাশী	মনোয়ারা বেগম	০১৮১৯৩২৬২০৬
		সম্পাদক	বনফুল সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান	রিজিয়া বেগম	০১৭১৩১০২৫৪৭
১০	হোমনা উপজেলা	সভাপতি	শিক্ষাবিদ	গুলতানা রাজিয়া আকতার	০১৯৬০৯৮৭৯০০
		সম্পাদক	গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা	মো: নজরুল ইসলাম সরকার	০১৮১৭৫৮৩৬৭২

সিলেট বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	হবিগঞ্জ	সভানেত্রী	সমাজসেবক	তাসমিনা বেগম গিনি	০১৭১১১২৩৮১৮
		সম্পাদক	প্রাকৃতিজন	তোফাজ্জল সোহেল	০১৯১৬৫১৮১৫২
২.	সিলেট	সভাপতি	সম্পাদক- সাপ্তাহিক গ্রাম সুরমা	হাসিনা বেগম চৌধুরী	০১৭১১১৮২৯৫৯
		সম্পাদক	সাইনিং	এডভোকেট তাহেরা স্বপ্না	০১৭১৫০২১২২১
৩.	মৌলভী বাজার	সভাপতি	জে কি সি	নীল মণি সিং	০১৭১৫৩৭৯৬৯৮
		সম্পাদক	ইসা	প্রভা রাণী বাড়াইক	০১৭১২৫১৬২৮৭

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন জাতীয় কমিটি

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩, রোড: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: ৮১২৫১৮১/৯১১৮৪৩৫,
ওয়েব: www.equitybd.org , ফ্যাক্স: ৯১২৯৩৯৫